দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 SEP 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

15

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। শিক্ষক সংকট, আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষকদের গাফেলতি ও নানা ধরনের সমস্যা বিরাজ করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এসব অনিয়মের ফলে শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। সংবাদদাতাদের পাঠানো সংবাদে এসব চিত্র ফুটে উঠেছে।

শিক্ষক সংকট

ময়মনসিংহ থেকে সংবাদদাতা জানান, জেলায় ৮ লাখ প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষক রয়েছে ৪ হাজার ৬শ' ৭৬ জন। শিক্ষক সংকটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ১শ' জন ছাত্রের জন্য ২ জন শিক্ষক থাকার কথা কিন্তু ময়মনসিংহ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বর্তমানে প্রতি ১৭১ জনে ১ জন শিক্ষক রয়েছে। এদিকে জেলার ১১টি উপজেলার ১,৮৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ৮ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১৬ হাজার শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু জেলায় ৪ হাজার ৬৭৬ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও এর মধ্যে দীর্ঘ দিন যাবত ১৪৩ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

বন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি

নেত্রকোনা থেকে সংবাদদাতা জানান, সাম্প্রতিক বন্যাপীড়িত নেত্রকোনা জেলার ১৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে বন্যার ছোবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাইমারী, হাইস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এগুলো মেরামতের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজ করছে। প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ চেয়ার, টেবিল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, শিক্ষক সংকট ইত্যাদি।

শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত

গঙ্গাচড়া (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা জানান, রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন ৪ নং পশুরাম ইউনিয়নের হারাটী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে প্রায় ৮শ' ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছে মোট ৫ জন। ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক অপ্রতুল হলেও শিক্ষকরা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করছেন না। তাছাড়া, প্রতিদিন গড়ে ২/৩ জন উপস্থিত থাকেন।

শিক্ষার্থীরা হতাশ

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) থেকে সংবাদদাতা জানান, দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশ, পটিয়া, বোয়ালখালী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, আনোয়ারা ও বাঁশখালী উপজেলায় স্কুল ঘরের দৈন্যদশা, প্রয়োজনীয় আসবারপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, স্থান সংকুলান, খাবার পানি ও শৌচাগারের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা এবং শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন এলাকায় বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে পড়েছে।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার অধীন ৭টি উপজেলায় মোট ৫ শতাধিক বিদ্যালয়ে গৃহ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। স্কুলে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবারপত্র এবং শিক্ষা উপকরণের অভাব দেখা দিয়েছে। বেসরকারী স্কুলগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয়।